১৬/০৭/২০০১

প্রথম আলো

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ১

এবার এইচএসসি পরীক্ষায় যারা সেরা সাফল্য অর্জন করেছেন, গতকাল তাদের সংবর্ধনা দিয়েছে প্রথম আলো-স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড। অনুষ্ঠানে মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ —প্রথম আলো

প্রথম আলো ও স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের আয়োজনে কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা, এইচএসসি ২০০১

সেরা ছাত্রছাত্রীদের আন্তরিক অঙ্গীকার সৎ স্বপ্ন দেখার সাহস যোগায়

নিজস্ব প্রতিবেদক

'আমরা করব জয় একদিন'- এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো প্রথম আলো এবং স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের উদ্যোগে ২০০১ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার কৃতী এবং মেধাবী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা। সমাজ এবং রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ক্ষমতাবানদের প্রতিশ্রুতির অন্তঃসার-শূন্যতায় যখন দেশবাসীর স্বাভাবিক সব স্বপ্ন হারিয়ে যাচ্ছে তখন দেশের সেরা ছাত্রছাত্রীদের দৃপ্ত এবং আন্তরিক অঙ্গীকার নতুন করে আশান্বিত করে, সৎ স্বপ্ন দেখার সাহস যোগায়।

কারওয়ান বাজারের সিএ ভবন মিলনায়তনে অর্থাৎ প্রথম আলো কার্যালয় ভবনের নবম তলায় আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সাতটি বোর্ডের বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম থেকে পঞ্চম স্থান অধিকারী মোট ১১৫ জনকে এ পুরস্কর বিতরণী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয় ৯৫ জন মেধাবী মুখ। প্রত্যেকের জন্যই উপহারের পাশাপাশি মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে লটারি করে চারটি কম্পিউটার উপহার দেওয়া হয়। কম্পিউটারগুলো পেয়েছেন জি এম মোস্তফা মনোয়ার, মোঃ মশিউল আলম, সম্রাট কুমার দে এবং আঞ্জুমান আরা। এছাড়া সকল শিক্ষার্থী এবং অভ্যাগতের জন্য ঠাণ্ডা এবং গরম মাইলো পানীয়ের ব্যবস্থা করে নেসলে আর তৃষ্ণা মেটাতে সকলের হাতে ক্যান ধরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নেয় পেপসি।

ডা. ইকবাল কবীরের উপস্থাপনায় এ অনুষ্ঠানে দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদরাও উপস্থিত হয়েছিলেন। যাদের মধ্যে রয়েছেন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ইকবাল মাহমুদ, বিশিষ্ট শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক এম আর খান, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য এবং সোনালী ব্যাংক পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আমীরুল ইসলাম চৌধুরী, ইস্ট-ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এম মনোয়ারুল ইসলাম, ঢাকা সিটি কলেজের

এরপর পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

সৎ স্বপ্ন দেখার সাহস যোগায়

শেষ পৃষ্ঠার পর

অধ্যক্ষ এম হাফিজউদ্দিন, চট্টগ্রামের ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ হাসিনা জাকারিয়া, নটর ডেম কলেজের অধ্যক্ষ ফাদার বেঞ্জামিন ডি কস্টা প্রমুখ। এ ছাড়াও কনিষ্ঠ কন্যার কনিষ্ঠ পুত্র ঢাকা বোর্ডে বিজ্ঞান বিভাগে তৃতীয় ইফতেখার নাঈমের কৃতিত্ব ভাগাভাগি করে নিতে এসেছিলেন জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে স্টান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা [illegible] আলী, প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান। অনুষ্ঠানের আয়োজনে ছিলেন প্রথম আলোর উপ-সম্পাদক আনিসুল হক, সহসম্পাদক মুনির হাসান এবং সহসম্পাদক মেহেদী মাসুদ।

কৃতী ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই ফটোগ্রাফার হয়ে গিয়েছিলেন সুবর্ণা মুস্তাফা এবং শমী কায়সারকে পেয়ে। তারা দুজনেই মঞ্চে এসে অভিনন্দিত করেন কৃতী ছাত্রছাত্রীদের। মেধাবী তরুণদের শুভেচ্ছা জানাতে মঞ্চে গান গাইতে আসেন তরুণ জনপ্রিয় গায়ক শুভ্র দেব। আর ডা. ইকবাল কবীরকে পরিচয়পর্ব শেষ না করতে দিয়েই হাততালিতে ভাসতে ভাসতে মঞ্চে আসেন জনপ্রিয় কার্টুনিস্ট শিশির ভট্টাচার্য। চমৎকার ভঙ্গিতে একটি কৌতুক বলে আসরটিকে আরো মাতিয়ে তোলেন তিনি।

অধ্যাপক ইকবাল মাহমুদ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানান, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রম করেই তারা যেন হাঁপিয়ে না যায়, দেশ ও জনগণের কল্যাণে যেন তাদের মেধাকে কাজে লাগায়। অধ্যাপক মাহমুদের মতে, জীবন স্প্রিন্ট নয় বরং ম্যারাথন। সাফল্য লাভ করতে হলে ধারাবাহিকতা এখানে খুব জরুরি একটি বিষয়।

অধ্যাপক এম আর খান পরীক্ষায় নকল প্রবণতা রোধে পরীক্ষা পদ্ধতি পাল্টানোর পরামর্শ দেন। তিনি কৃতী প্রকৌশলী ফজলুর রহমান খান, অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের কথা উল্লেখ করে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের এসব পূর্বসূরিদেরও ছাড়িয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। এম আর খান জীবনমুখী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেন।

এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় চার ভাগের তিন ভাগ পরীক্ষার্থীর অকৃতকার্যতায় অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী হতাশা ব্যক্ত করেন। তিনি এবারের ফলাফলে ছাত্রছাত্রীদের ব্যর্থতা অনুসন্ধানে প্রথম আলোকে একটি গোলটেবিল বৈঠক আয়োজনের অনুরোধ জানান। তিনি আরো বলেন, ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্তরা বেশির ভাগই ছাত্র নন, রাজনৈতিক পেশাজীবী মাত্র।

অধ্যাপক আমীরুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে যে বিপর্যয় ঘটেছে, অন্য কোনো দেশ হলে এর কারণ অনুসন্ধানে নিঃসন্দেহে জরুরি ভিত্তিতে একটি তদন্ত কমিশন গঠিত হতো। তিনি আরো বলেন, এ ব্যর্থতার দায় নিঃসন্দেহে কেবল ছাত্রছাত্রীদের নয়। তার মতে, বর্তমান পাঠ্যসূচি অনেক শিক্ষার্থীকেই আকর্ষণ করে না।

অধ্যাপক এম মনোয়ারুল ইসলাম ভালো ছাত্র হওয়ার পাশাপাশি ভালো মানুষ হওয়ার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি মনে করেন, মনুষ্যত্ব অর্জন মানবজীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত, জ্ঞানার্জন যার সহায়ক হতে পারে।

অধ্যক্ষ এম হাফিজউদ্দিন আহমেদ বলেন, ছাত্রছাত্রীদের এ ব্যর্থতার দায়ভার আমাদের শিক্ষকদের ওপরও বর্তায়। তিনি বলেন, পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করার জন্য শিক্ষার্থীদের ক্লাসে উপস্থিতি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

অধ্যক্ষ বেঞ্জামিন ডি কস্টা ফলাফলের এ বিপর্যয়ের দায়-দায়িত্ব সরকারসহ সকলকে নিতে আহ্বান জানান।

অধ্যক্ষ হাসিনা জাকারিয়া বলেন, সন্ত্রাসনির্ভর রাজনীতি অনেক ক্ষেত্রে গোটা প্রতিষ্ঠানকে গিলে খাচ্ছে এবং ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসবিমুখ করে তুলছে। তিনি ছাত্রদের আহ্বান জানান, যাতে ছাত্ররাজনীতি ছাত্র কল্যাণ নির্ভরই হয়।

প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান শিক্ষাঙ্গনের বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সাময়িকভাবে হলেও ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করার আহ্বান জানান। তিনি জানান, ভবিষ্যতের সুনাগরিকদের অভিনন্দন জানানোসহ জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং জনকল্যাণে অন্য কাজগুলো প্রথম আলো অব্যাহত রাখবে।

কৃতী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ঢাকা বোর্ডে বিজ্ঞানে প্রথম খালেদ মাহমুদ শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষকদের অবস্থার উন্নয়নের কথা বলেন। সিলেট বোর্ডে প্রথম তানভীর সিদ্দিকী বলেন, কোনো কিছুতে সাফল্য লাভ করতে হলে দৃঢ় ইচ্ছাটাই আসল কথা। বরিশাল বোর্ডে মানবিকে প্রথম ও দ্বিতীয় যথাক্রমে সায়মা আক্তার এবং সুমনা গুপ্ত পরস্পর সম্পর্কে জানায়। এমনি করেই আনন্দ এবং উদ্দীপনায় কেটে যায় চমৎকার এ অনুষ্ঠানটির ৪ ঘণ্টা।